বর্তমান সময়ে সমস্ত মানবজাতির প্রতি উন্মুক্ত, অপূর্ব স্থাপত্য শিল্প-নক্সা সমৃদ্ধ এই উপাসনালয়গুলি নির্মিত হয়েছে ঃ উইলমেট, ইলিনয় রাজ্য (যুক্তরাষ্ট্র), কাম্পালা (উগান্ডা), সিডনী (অষ্ট্রেলিয়া), ফ্রাঙ্কফুর্ট (জার্মানী), নয়াদিল্লী (ভারত), পানামা সিটি (পানামা) এবং এপিয়া, পশ্চিম সামোয়ায়।

- সৃষ্টিকর্তার জ্ঞানই সকল জ্ঞানের উৎস।
- সৃষ্টিকর্তার ধর্ম ঐক্য এবং ভালবাসা সৃষ্টির জন্য, একে বিবাদ ও বৈরিতার কারণ স্বরূপ ব্যবহার করোনা।
- যতদিন তুমি স্বয়ং পাপ কর্মে রত থাকবে, ততদিন তুমি অপরের দোষ কীর্তন করোনা।
- যা তুমি তোমার নিজের প্রতি আরোপ করতে ইচ্ছা করোনা, তা অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি আরোপ করোনা এবং যা তুমি করো না, তা তুমি বলোনা।
- তোমর হৃদয়-উদ্যানে প্রেমের গোলাপ ব্যতিত অন্য কিছুই রোপণ করোনা।
- তোমার হিসাব নিকাশের আহ্বান আসার পূর্বেই প্রত্যহ নিজ কর্মের হিসাব নিকাশ গ্রহণ কর।
- হে ভ্রাতৃগণ! কর্মই তোমাদের ভূষণ হোক, বাক্য নহে।
- সদয় ভাষা মানব হৃদয়ের চুম্বক স্বরূপ, ইহা আত্মার খাদ্য, ইহা শব্দকে অর্থ দ্বারা আবৃত করে। ইহা জ্ঞান ও বুদ্ধির আলোক ঝর্না।
- কেবল বাক্য দ্বারা বন্ধুত্ব প্রদর্শনে সন্তুষ্ট হইওনা; যারা তোমার পথ অতিক্রম করে তাদের সকলের জন্য তোমার হৃদয় দয়াময় ভালবাসায় প্রজ্বলিত হোক।
- যখন যুদ্ধের ভাবনা আসে তখন তাকে অধিকতর শক্তিশালী শান্তির ভাবনা দ্বারা প্রতিরোধ কর, ঘৃণার মনোভাবকে অধিকতর শক্তিশালী ভালবাসার মনোভাব দ্বারা অবশ্যই ধ্বংস করতে হবে।
- ..... আমার প্রার্থনাকে একটি অগ্নিতে পরিণত কর, যা আমাকে তোমার সৌন্দর্য্য দর্শন হতে বাধা প্রদাণকারী পর্দা সমূহকে ভষ্মিভূত করবে, এবং একটি আলোকে পরিণত কর যা আমাকে তোমার উপস্থিতির মহাসাগরের দিকে পরিচালিত করবে।
- অনতিবিলম্বে বর্তমান দিনের আইন ও শাসন ব্যবস্থা গুটিয়ে নেওয়া হবে, এবং এর পরিবর্তে নতুন একটি অনুশাসন প্রবর্তিত হবে।
- সর্বজ্ঞ চিকিৎসকের অঙ্গুলি মানবজাতির নাড়ী ধরে রেখেছে। তিনি পীড়া উপলব্ধি করেন এবং তাঁর নির্ভূল বিজ্ঞতায় প্রতিষেধকের ব্যবস্থাপত্র দান করে থাকেন। প্রতি যুগের স্বকীয় সমস্যা রয়েছে। বর্তমান ক্লেশ সমূহের জন্য যে প্রতিশেধকের প্রয়োজন, তা কখনোই পরবর্তী যুগের প্রয়োজন মাফিক একই হতে পারেনা। যে যুগে তোমরা বসবাস করছো, তার প্রয়োজনের সাথে উৎকৃষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট হও।
- তোমরা একই বৃক্ষের ফল এবং একই শাখার পত্র।

পৃথিবী একটি দেশ এবং মানবজাতি ইহার নাগরিক-বাহাউল্লাহ

বাহা'উল্লাহ্‌র অনুগামীগণ বিশ্বাস করে যে, তাঁর প্রচারিত ধর্মের উৎস ঐশ্বরীক, লক্ষ্যে ইহা সর্বব্যাপী, উদার ইহার দৃষ্টিভঙ্গি, পদ্ধতি ইহার বিজ্ঞান সম্মত, নীতি জনহিতকর এবং ইহা মানব মন ও অন্তরে প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে গতিময়। তারা বিশ্বাস করে যে, তাদের ধর্মের প্রবর্তকের লক্ষ্য হলো এই ঘোষণা করা যে ধর্মতত্ত্ব চূড়ান্ত নয় বরং আপেক্ষিক, ঐশী প্রত্যাদেশ অবিচ্ছিন্ন ও প্রগতিশীল, এবং বিগত যুগের ধর্ম প্রবর্তকগণ তাঁদের উপদেশাবলীর পরিহার্য্য দিকটায় ভিন্ন হলেও তারা "একই পটমন্ডপে অবস্থান করেন, একই অন্তরীক্ষে উড্ডয়ন করেন, একই সিংহাসনে অধিষ্ঠান করেন, একই বাক্য উচ্চারণ করেন এবং একই ধর্ম প্রচার করেন।" তাঁরা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত করেছেন যে, বাহা'উল্লাহ্‌র ধর্ম মানবজাতির মৌলিক একতার সাথে-যা মানব ক্রমবিকাশের অদ্যাবধি সর্বশেষ পরিণতি-সম্পূর্ণরূপে চিহ্নিত এবং এই নীতির পরিক্রম করে। তারা দৃঢ়তার সাথে বলেন, 'এই বিস্ময়কর ক্রমবিকাশের, অর্থাৎ মানবজাতির একতার এই শেষধাপ কেবল প্রয়োজনই নয় বরং ইহা অবশ্যম্ভাবী, ইহা ক্রমান্বয়ে উপস্থিত হচ্ছে এবং দিব্য শক্তি যা ঐশী নির্দেশ প্রাপ্ত বার্তা মাত্রই দাবী করতে পারে, তা ভিন্ন অপর কিছুই ইহা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম নহে।

— শৌগী এফেন্দী

Bengali

The Bahá'í Faith
www.bahai.org/national • 1-800-22UNITE
The Bahá'í House of Worship
100 Linden Ave., Wilmette, IL 60091
how@usbnc.org • www.bahaitemple.org
(847) 853-2300

প্রকাশক ঃ বাংলাদেশের জাতীয় বাহা'ই আধ্যাত্মিক পরিষদ
৭ নওরতন কলোনী, (সার্কিট হাউস রোড), শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
জি,পি,ও বক্স নং-৮৭৮ ঢাকা-১০০০ ফোন ঃ ৯৩৩২৬১০
e-mail : nsa@bdcom.com website : www.bahai.org

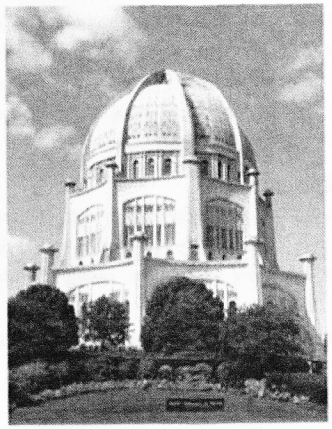

Bahá'í House of Worship, Wilmette, U.S.A.

বিশ্ব শান্তি ও একতার জন্য বাহা'ই শিক্ষা

বাহা'ই ধর্ম সৃষ্টিকর্তা এবং তাঁর বার্তাবাহকগণের একত্বের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করে, স্বাধীনভাবে সত্যের অন্বেষণের নীতিকে সমর্থন করে, সকল প্রকার কুসংস্কার এবং অন্ধ বিশ্বাসের নিন্দা জানায় এবং শিক্ষা দেয় যে, ধর্মের মূল উদ্দেশ্য হলো ঐক্য ও সমন্বয়কে উৎসাহিত করা এবং ধর্ম অবশ্যই বিজ্ঞানের সাথে তাল মিলিয়ে অগ্রসর হবে। বাহা'ই ধর্ম বিশ্বাস করে যে, একটি শান্তিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল এবং প্রগতিশীল সমাজ গড়ার জন্য ধর্মই একমাত্র এবং মূল ভিত্তি গঠন করবে। ইহা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সমান সুযোগ, অধিকার এবং সুবিধার শিক্ষা দেয়, ইহা বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবক্তা, দারিদ্র্য এবং প্রাচুর্যের মধ্যে চরম ব্যবধানের বিলোপ ঘটায়। সেবার মনোভাব নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করাকে উপাসনার মর্যাদা দান করে, একটি আন্তর্জাতিক সহায়ক ভাষা গ্রহণ করার পরামর্শ দান করে এবং স্থায়ী ও বিশ্বজনীন শান্তি প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় যে সকল প্রতিষ্ঠানসমূহ আবশ্যক তা প্রদান করে।

— শৌগী এফেন্দী

কতিপয় মূলনীতি

বাহা'ইগণ সৃষ্টিকর্তার একত্ব, তাঁর বার্তাবাহকদের একত্ব, এবং সর্বোপরি মানব জাতির একতায় বিশ্বাস করে। তারা বিশ্বাস করে যে, সৃষ্টিকর্তা সেই অজ্ঞেয় সারোৎসার, সেই স্বর্গীয় সত্ত্বা, মানুষ যার অতলস্পর্শী রহস্য উপলব্ধি করতে অসমর্থ, কিন্তু তাঁর দয়ার নিদর্শন স্বরূপ যুগে যুগে মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্য বার্তাবাহক প্রেরণ করেন।

সকল ধর্মের ভিত্তি এক

প্রত্যেক ধর্মই বিরাট স্বর্গীয় জ্যোতি। হিংসা, দ্বেষ বা ঘৃণার জন্য ধর্ম নহে। ধর্ম হলো সত্য এবং সত্য এক ও অভিন্ন। সুতরাং সৃষ্টিকর্তার ধর্মের মূলও এক। মূল বিষয়গুলির মধ্যে কোন পার্থক্য বা পরিবর্তন নাই। পার্থক্য সৃষ্টি হয় অন্ধ অনুসরণ, কুসংস্কার এবং পরবর্তীতে (মানব সৃষ্ট) আচার-অনুষ্ঠানের ফলে-যেহেতু এই আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য থাকে সেহেতু মতানৈক্য এবং দ্বন্দ্ব-বিবাদের সৃষ্টি হয়।

সার্বজনীন এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা

বাহা'ই ধর্মের একটি মৌলিক শিক্ষা হচ্ছে সার্বজনীন এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা। বাহা'উল্লাহ শিক্ষাদানকে মহত্তম পেশা বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ "মানুষকে একটি অমূল্য রত্ন সমৃদ্ধ খনির ন্যায় বিবেচনা করবে, শুধুমাত্র শিক্ষাই তার রত্নাবলী প্রকাশিত করতে এবং উহা থেকে মানব জাতিকে লাভবান হতে সমর্থ করবে।"

নারী-পুরুষের সমানাধিকার

এক শতাব্দীরও পূর্বে বাহা'উল্লাহ ঘোষণা করলেন যে, সৃষ্টিকর্তার দৃষ্টিতে নারী-পুরুষ উভয়ই সমান। তিনি বলেছেন যে আগামী দিনগুলিতে নারীরা সমাজের সকল বিষয়ে অংশগ্রহণ করবে এবং বিশ্বের উচ্চতম মর্যাদা অর্জন করবে। বাহা'ই লিখনাবলীতে আছে যে নারীরা বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালণ করবে কেননা তারা প্রকৃতিগত ভাবে যুদ্ধ বিরোধী।

বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের সমন্বয় হবে

বিজ্ঞান এবং ধর্ম একই অভিন্ন সত্ত্বার দুই দিক। তাই বিজ্ঞান এবং ধর্মের মধ্যে সমন্বয় থাকবে। "ধর্ম যখন কুসংস্কার মুক্ত হয় তখন তা বিজ্ঞানের সাথে তার সঙ্গতি প্রকাশ করে, এবং তখনই তা বিশ্বে একটি প্রচন্ড একত্রীকরণ ও পরিশোধনকারী শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়"। ধর্মের ইতিবাচক প্রভাব ব্যতীত বিজ্ঞান একটি বিধ্বংসি শক্তি এবং সত্য-মিথ্যার নির্ণয়ের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ ছাড়া ধর্ম কেবলমাত্র কুসংস্কার।

স্বাধীনভাবে সত্যান্বেষণ

সত্যানুসন্ধান করাই হলো অন্যতম বাহা'ই শিক্ষা। মানুষের উচিৎ স্বাধীনভাবে সত্যানুসন্ধানে রত হওয়া। বাহা'উল্লাহ বলেন, তুমি স্বচক্ষে এবং অপরের চক্ষু ব্যতিরেকে দর্শন করবে, এবং নিজ বোধশক্তি বলে এবং পৃথিবীর অন্য কারোও বোধশক্তি সহায় ব্যতিত জ্ঞান লাভ করবে।

দারিদ্র্য এবং প্রাচুর্যের মধ্যে চরম ব্যবধানের অবসান

বাহা'ই শিক্ষা অনুযায়ী 'মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এমন হতে হবে যাতে দারিদ্র্য লুপ্ত হয়ে যেতে পারে, নিজ নিজ শ্রেণী ও অবস্থা অনুসারে প্রতিটি মানুষ যথা সম্ভব সুখে এবং শান্তিতে বসবাস করতে পারে।'

সকল প্রকার কুসংস্কার বর্জন করতে হবে

সকল প্রকার কুসংস্কার তা ধর্মের হউক, বা জাতিগত, বর্ণ অথবা রাজনৈতিক-মানুষের ঐশী ভিত্তিকে ধ্বংস করে। মানব ইতিহাসে সমস্ত যুদ্ধ বিগ্রহ এবং রক্তপাতই ছিল কুসংস্কারের ফল। এই পৃথিবী একটি মাত্র গৃহ এবং মাতৃভূমি। তাই সকল প্রকার কুসংস্কার আমাদের পরিত্যাগ করতে হবে।

একটি সার্বজনীন ভাষা

একটি আন্তর্জাতিক ভাষা গৃহিত হবে। জগতের সমস্ত বিদ্যালয়ে ইহা শিক্ষা দেওয়া হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে মাত্র দুইটি ভাষা শিখতে হবে। একটি আন্তর্জাতিক ও অন্যটি মাতৃভাষা।

ইতিহাস

উনবিংশ শতাব্দির মধ্যভাগে যখন প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয়ে সমভাবে পার্থিব অধার্মিকতার তমোরাশি থেকে বহির্গত হওয়ার সংগ্রামে প্রবৃত্ত, ঠিক সেই সময়, নব যুগ ঘোষণা করে বাহা'ই ধর্ম আত্মপ্রকাশ করে।

১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে মে তারিখে ইরানে এক দিপ্তীমান যুবক যিনি বা'ব (অর্থাৎ দ্বারপথ) নামে পরিচিত, তিনি ঘোষণা করলেন যে, সকল ঐশী ধর্মের প্রতিশ্রুত মহামানব শিক্ষাদাতা সহসা আবির্ভূত হবেন, যিনি সকল আত্মাকে সঞ্জীবিত, মানব মনকে আলোকিত, তাদের চরিত্রকে পুনঃগঠিত এবং সমস্ত মানব জাতিকে একতাবদ্ধ করবেন।

১৮৬৩ সালে বাহা'উল্লাহ (১৮১৭-১৮৯২) ঘোষণা করলেন যে, তিনিই বা'ব এবং সকল ঐশী ধর্মের প্রতিশ্রুত মহামানব। বাহা'উল্লাহ পারস্য সম্রাটের একজন বিশিষ্ট মন্ত্রীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি পূর্ব পশ্চিমে এই আনন্দবার্তা প্রচার করলেন যে, মানব জাতির উপস্থিত সঙ্কটময় মুহূর্তে পুনঃসঞ্জীবিত করার জন্য পবিত্র পরমাত্মা পুনর্বার আবির্ভূত হয়েছেন এবং এক নতুন ও বৃহৎ যুগের আরম্ভ সুচিত হয়েছে, ইহা হচ্ছে মানব জাতির একতার যুগ, পরম প্রভুকে জানার এবং চেনার যুগ। মানবজাতি এবং সকল ধর্মের ভিত্তি এক, তাঁর এই শিক্ষা প্রচারের ফলে অজ্ঞতা এবং ধর্মোন্মাদনার শক্তি সমূহ বাহা'উল্লাহর বিরুদ্ধে উত্থিত হয় এবং তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়, তাঁর বিষয় সম্পত্তি ও সর্বপ্রকার অধিকার হতে তাঁকে বঞ্চিত করা হয়; তাঁকে তেহরান থেকে বাগদাদ, কনষ্টান্টিনোপল, আদ্রিয়ানোপল এবং সর্বশেষে ১৮৬৮ সালে চরমদন্ড স্বরূপ প্যালেষ্টাইনের কার্মেল পর্বতের সানুদেশে তৎকালীন তুরস্ক সাম্রাজ্যের দন্ডিত অপরাধীর উপনিবেশ জনশূন্য আক্কা নগরীর সেনানিবাসে যাবজ্জীবন অবরোধ করা হলো।

অবরুদ্ধ অবস্থায় ১৮৯২ সালে তিনি ইহজগৎ ত্যাগ করেন। সেই সময় থেকে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আব্দুল বা'হা-র অনুপম ভক্তি, জীবনের পবিত্রতা, অক্লান্ত চেষ্টা, অপরিসীম বিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই বাহা'ই ধর্ম ধীরে ধীরে ও নিশ্চিতরূপে পৃথিবীর সর্বত্র প্রবেশ লাভ করে। আব্দুল-বা'হা অতি শৈশব থেকেই তাঁর পিতার সমস্ত নির্বাসন ও দুঃখ-কষ্টে অংশীদার ছিলেন। স্বয়ং বাহা'উল্লাহ্ তাঁকে বাহা'ইদের কেন্দ্র এবং ব্যাখ্যাকারীরূপে নিয়োগ করেছিলেন। ১৯২১ সালে তাঁর স্বর্গারোহনের পর বাহা'ইদের একতা এবং বাহা'ইদের আদর্শগুলির পবিত্রতা, বাহা'ই ধর্মের অভিভাবক, আব্দুল-বাহা'র দৌহিত্র শৌগী এফেন্দীর দ্বারা পরিচালিত ও রক্ষিত হয়।

১৯৬৩ সালে বাহা'ই পবিত্র লিখনাবলীতে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী বাহা'ইদের সর্বোচ্চ পরিচালনা পরিষদ 'সার্বজনীন বিচারালয়' প্রতিষ্ঠিত হয়। সার্বজনীন বিচারালয় বিশ্বের সমগ্র জাতীয় বাহা'ই সমাজসমূহ থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা প্রতি পাঁচ (৫) বৎসর অন্তর নির্বাচিত হয়। সার্বজনীন বিচারালয় ধর্মের উন্নতির পথ নির্দেশ করেন এবং বিকাশমান বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি বাহা'উল্লাহর শিক্ষাবলীর প্রয়োগ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় আইন-কানুন বিধিবদ্ধ করেন।

বিশ্ব বাহা'ই সমাজ

সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাহা'ই সমাজ বিশ্বের ১৯০টি দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সারা বিশ্বের ১১,৭৪০টি শহর এবং গ্রামে বাহা'ইদের স্থানীয় পরিচালনা পরিষদ এবং বিশ্বের ১৮২টি দেশে 'জাতীয় আধ্যাত্মিক পরিষদ' নামে তাদের জাতীয় পরিচালনা পরিষদ গঠিত হয়েছে। আজকে বাহা'ই সমাজ প্রকৃত অর্থে সমস্ত মানবজাতির প্রতিনিধিত্ব করে কেননা বাহা'ই ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিশ্বের ২,১১২টি জাতি, আদিবাসী ও উপজাতির লোক রয়েছে। বাংলা ভাষা সহ ৮০২টি ভাষায় বাহা'উল্লাহর লিখনাবলী অনুবাদ হয়েছে।

জাতিসংঘ এবং বাহা'ই সমাজ

জাতিসংঘের প্রারম্ভ থেকেই, বাহা'ই জাতীয় আধ্যাত্মিক পরিষদসমূহ বাহা'ই ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটির (বি,আই,সি) মাধ্যমে জাতিসংঘের 'জনতথ্য কার্য্যালয়ের' সঙ্গে সংযুক্ত। বি,আই,সি একটি বে-সরকারী সংস্থারূপে ১৯৭৪ সালে অর্থনৈতিক ও সামাজিক (ECOSOC) মন্ত্রনা সভার, ১৯৭৬ সালে জাতিসংঘের শিশু তহবিলের (UNICEF) এবং ৮০-র দশকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) পরামর্শদাতার মর্যাদা লাভ করে। নিউ-ইর্য়ক ও জেনেভায় জাতিসংঘের এবং নাইরোবিতে 'পরিবেশ কর্মসূচীতে' (ENVIRONMENT PROGRAM) বি,আই,সি-র প্রতিনিধি রয়েছে।

বাংলাদেশের বাহা'ই সমাজ

১৮৭২ সালে সোলেমান খান যিনি জামাল এফেন্দী নামে অধিক পরিচিত স্বয়ং বাহা'উল্লাহর আদেশে বাহা'ই ধর্মের বার্তা নিয়ে এই দেশে এসেছিলেন। সেই স্বর্গীয় ধ্বনী চট্টগ্রামে স্থানীয় বাহা'ই পরিবারের জন্ম দেয়। ক্রমশঃ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাহা'ই সমাজ গড়ে ওঠে এবং ১৯৫২ সালে ঢাকায় প্রথম স্থানীয় বাহা'ই পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে বাহা'উল্লাহর ধর্মের প্রথম উল্লেখের ঠিক ১০০ বছর পরে বাংলাদেশে জাতীয় বাহা'ই আধ্যাত্মিক পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বাহা'ই ধর্মের অনুসারীগণ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ন্যায় সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম পালন করছেন এবং তাদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে দেশ ও সমাজের সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন।

বাহা'ই উপাসনালয়

বাহা'ইরা তাদের উপাসনালয়গুলিকে সৃষ্টিকর্তার মহিমা কীর্তনের পবিত্র স্থান রূপে বিবেচনা করে। এই সমস্ত পুতঃপবিত্র ভজনালয় সকলের জন্য উন্মুক্ত এবং এখানে আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ পরিবেশে সমস্ত ঐশী ধর্মগ্রন্থের পবিত্র বাণী পাঠ করা হয়। বাহা'ই উপাসনালয়গুলি দু'টি ধারনা যুক্ত ঃ উপাসনা এবং সেবা। তাই বাহা'ই উপাসনালয় কেবলমাত্র প্রভুর আরাধনার স্থানই নয়, মানব সেবা ও জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রও বটে। উপাসনালয়কে কেন্দ্র করে থাকে মানব সেবা ও জ্ঞান চর্চার প্রতিষ্ঠান সমূহ।